পরিচালকবৃন্দের প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ, অতিথিবৃন্দ, সহকর্মীবৃন্দ এবং ভার্চুয়াল সভায় সংযুক্ত সুধীবৃন্দ।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আজিজ পাইপস্ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (ভার্চুয়াল) আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও পরিচালকবৃন্দের প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

১। কোম্পানির কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ঃ

আজিজ পাইপস্ লিমিটেড গুনগত মাণসম্পন্ন ইউপিভিসি পাইপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পণ্যের গুণ ও মান বজায় রেখে বিগত ৩৫ বছর যাবত উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাবের ফলে আগামিতে এ ধারা অব্যাহত রাখা কষ্টসাধ্য হবে। আপনারা অবগত আছেন যে, বিগত ২ বছর কোম্পানি মুনাফা অর্জন করায় ৫% স্টক লভ্যাংশ এবং গত বছর ৭% নগদ লভ্যাংশ প্রদান করে। কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নাজুক অবস্থা আমাদের দেশকেও স্পর্শ করেছে। সেই সাথে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান সার্বিকভাবে ক্ষতির সম্মূখিন হয়েছে। কোম্পানি ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরে ১,৩৯১,৩১৮/- টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নানাবিধ প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও সফলতার ধারা অব্যাহত রেখে কোম্পানি চলতি বছরেও মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

২। আর্থিক ফলাফল ঃ

৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক ফলাফল এবং বিগত পাঁচ বৎসরের আর্থিক ফলাফলের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

(টাকায়)

বিবরণ	৩০ জুন ২০২০	৩০ জুন ২০১৯ (Restated)	৩০ জুন ২০১৮	৩০ জুন ২০১৭	১ জানু ২০১৫ ৩০ জুন ২০১৬
১। বিক্রয়	২২৭,০৭৫,৬৮৭	৩১১,১৩০,৯৪২	২৫২,৪৭৩,৮৫৬	২৩৩,৪৬৬,২৪৮	৩৩৬,২৮০,৩০২
২। বাদঃ বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	১৯৫,৪৪১,১০২	২৭৪,৭৩৩,৯৩৭	২২১,৯৩২,৩৫৭	২০৭,২৬২,৯১৬	৩১৪,৪৫৮,৪৮৮
৩। মোট লাভ (১-২)	৩১,৬৩৪,৫৮৫	৩৬,৩৯৭,০০৫	৩০,৫৪১,৪৯৯	২৬,২০৩,৩৩২	২১,৮২১,৮১৪
৪। বাদঃ পরিচালন খরচ	২৯,৪১৬,১২৪	২৯,৭৯৬,৬৫৩	২৬,৫৮৯,৪৮৭	২৩,১৩৯,৪৮৩	২৯,৫৩৩,০৬৭
৫। পরিচালন লাভ/(ক্ষতি) (৩-৪)	২,২১৮,৪৬১	৬,৬০০,৩৫২	৩,৯৫২,০১২	৩,০৬৩,৮৪৯	(৭,৭১১,২৫৩)
৬। প্রাক উৎপাদন খরচ সমন্বয়	-	-	-	-	১৮,৩৬০,০৩১
৭। বাদঃ শ্রমিকদের মুনাফা তহবিল	১০৫,৯৪৬	২৬২,১২০	১৯৭,৬০১	১৫৩,১৫৭	-
৮। বাদঃ আয়কর সঞ্চিতি	৭২৭,৫৯৬	১,২২২,৫৮১	২০৯,৪৭৮	১৫১,৯৮৩	১,৩১৭,৭৯৩
৯। পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয়	-	২৫৭,৫৬৪	-	-	(৮,২৩৮,৪৮৩)
১০। নীট লাভ/(ক্ষতি)	১,৩৯১,৩১৮	৪,৮৬১,৬২৯	৩,৫৪৪,৯৩৩	২,৭৫৮,৭০৯	(১৬,৫১৫,০০৮)
১১। শেয়ার প্রতি আয়	.২৬	.৯১	.৭০	.৫৭	(৩.৪১)

৩। নীট মুনাফা বন্টন ঃ

কোম্পানি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১,৩৯১,৩১৮/- টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে সামর্থ্য হয়েছে। পর্ষদ নিম্নবর্নিতভাবে মুনাফার অর্থ বন্টনের সুপারিশ করেছে;

ক) ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের জন্য প্রস্তাবিত (উদ্যোক্তাগণ ছাড়া) ১% নগদ লভ্যাংশ - ৫,০০,৮৩৮.৫০ টাকা

খ) রিটেইন আর্নিং হিসাবে স্থানান্তর - ৮,৯০,৪৭৯.৫০ টাকা

নীট মুনাফা - ১৩,৯১,৩১৮.০০ টাকা

৪। লভ্যাংশ ঘোষণাঃ

২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরে কোম্পানি ১,৩৯১,৩১৮/- টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। এবছরে নীট মুনাফা অর্জিত হলেও পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমান এখনও ৪৫৩,৫৬৬,৯৯৩/- টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অর্জিত নীট মুনাফা থেকে বিএসইসি এর পত্র সূত্র নং-বিএসইসি/মূখপাত্র(৩য় খন্ড)/২০১১/১২৯ তারিখঃ ২ অক্টোবর ২০১৯ মোতাবেক বিনিয়োগকারী ও পুজিবাজারের স্বার্থে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ উদ্যোক্তাগণ ছাড়া সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এক শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষনার প্রস্তাব করছে।

৫। অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঃ

চলতি বছরে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে লভ্যাংশ প্রদানের মত মুনাফা অর্জিত না হওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি।

৬। পরিকল্পনা বাস্তবায়নঃ

পরিচালনা পর্ষদে কোম্পানির উন্নয়নকল্পে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিম্নে বর্ণিত হলঃ

ক) বিক্রয় কার্যক্রম প্রসার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। করোনাকালীন সময়ে সামান্য বাধাগ্রস্থ হলেও সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

খ) পরিচালন ব্যয় কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে, যা এখনও অব্যাহত আছে।
গ) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বিলম্বে পরিশোধের শর্তে কাঁচামাল ক্রয় করে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
ঘ) ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিঃ ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের জন্য আবেদন করা হয়েছে, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

কোম্পানির কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পর্ষদে ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরের জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক) চলতি মূলধন/তহবিল ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
খ) ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংকের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের জন্য আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে কোম্পানিকে মহামান্য আদালতের সরনাপন্ন হতে হয়েছে, যা বর্তমানে শুনাণীর অপেক্ষায় রয়েছে।
গ) কোম্পানিকে বর্তমানে স্থানীয় সরবরাহকারী থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতার সম্মূখীন হতে হচ্ছে। যেমন-ক্রেডিটে কাঁচামাল ক্রয় করার কারণে উচ্চ মূল্য, ভ্যাট রিবেট সংক্রান্ত জটিলতায় নিজস্ব উদ্যোগে কাঁচামাল আমদানী না করতে পারলে এই সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা খুবই কঠিন হবে।
ঘ) নিজস্ব উদ্যোগে কাঁচামাল আমদানীর পদক্ষেপ গ্রহণ, তবে এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর অসহযোগিতা প্রধান অন্তরায় হবে, যা সমাধানের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।
ঙ) পরিচালন ব্যয় কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ।

পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীভূত করার প্রচেষ্টা, তা না হলে কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় অনিশ্চিয়তা দেখা দিবে।

৮। আগামি আর্থিক বছরের প্রত্যাশাঃ

কোম্পানির বর্তমান সমস্যাসমূহ হলো- স্থানীয় সরবরাহকারী থেকে উচ্চ মূল্যে কাঁচামাল ক্রয়, ঋণ পুনঃতফসিলিকরনে ব্যাংকগুলোর অসহযোগিতা এবং কাঁচামাল আমদানীর সমস্যা। এই সমস্যাগুলো দূরীভূত হলে আশা করা যায় কোম্পানি তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখে লাভের ধারায় থাকতে পারবে - ইন্শাআল্লাহ্ ।

৯। কোম্পানির পণ্যসমূহ ঃ

কোম্পানি আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে গুণগত মানসম্পন্ন ইউপিভিসি পাইপ ও পিভিসি প্রোফাইল তৈরী ও বাজারজাতকরনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে চলতি মূলধন সংকটের কারণে প্লাষ্টিক উডের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

১০। বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষন, মোট প্রান্তিক মুনাফা এবং নীট প্রান্তিক মুনাফা ঃ

ক) বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ঃ চলতি বছরে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ছিল ১৯৫,৪৪১,১০২/- টাকা যা বিগত বছরে ছিল ২৭৪,৭৩৩,৯৩৭/- টাকা। চলতি বছরের শেষ প্রান্তিকে করোনা প্রাদূর্ভাবের কারণে বিক্রয়ের পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়াতে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় কমেছে ৭৯,২৯২,৮৩৫/- টাকা।
খ) মোট মুনাফা ঃ ৩০ শে জুন ২০২০ সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানি মোট বিক্রয় করেছে ২২৭,০৭৫,৬৮৭/- টাকা। গত বছরের বিক্রয়ের পরিমান ছিল ৩১১,১৩০,৯৪২/- টাকা। এ বছর মোট মুনাফা হয়েছে ৩১,৬৩৪,৫৮৫/- টাকা যা গত বছর ছিল ৩৬,৩৯৭,০০৫/- টাকা।
গ) নীট মুনাফা ঃ চলতি বছর কর পরবর্তী নীট মুনাফা অর্জিত হয়েছে ১,৩৯১,৩১৮/- টাকা। বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় গত বছরের তুলনায় এ বছর নীট মুনাফা হ্রাস পেয়েছে।

১১। উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় ঃ

নিজস্ব উদ্যোগে সরাসরি L/C খুলে কাঁচামাল আমদানী করার সুযোগ না থাকায় স্থানীয় সরবরাহকারী থেকে ক্রেডিটে তুলনামূলক বেশী মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করার কারণে উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়ের (COGS) হার তুলনামূলকভাবে বেশী হয়।

১২। খাতওয়ারি অথবা পণ্য ভিত্তিক ফলাফল ঃ

ইউপিভিসি এবং এএসটিডি পাইপ-১৭৫৩ মেঃটন, থ্রেড পাইপ-১৭৮ মেঃটন এবং প্রোফাইল-৫৪ মেঃ টন সর্বমোট=১৯৮৫ মেঃটন পণ্য বিক্রয় হয়েছে।

১৩। গত বছরের পরিচালনগত ফলাফলের সহিত চলতি বছরের ব্যবধান ঃ

গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে ২৭.০১ শতাংশ কারণ মার্চ এর শেষ থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে করোনার কারণে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির থাকায় এর প্রভাব পড়েছে।

১৪। মূলধনী বিনিয়োগ ঃ

কোম্পানির উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য চলতি বছরে প্রায় ১২.১২ লক্ষ টাকার মূলধনী সহায়ক যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ হয়েছে।

১৫। অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি ঃ

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাবে কারখানায় উৎপাদিত কার্যক্রম এবং বিক্রয় ব্যাহত হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৭৫.০০ লক্ষ টাকা।

১৬। আন্তঃ সম্পর্কিত কোম্পানির লেনদেন সমূহ ঃ

এ বছর আন্তঃ সম্পর্কিত কোন লেনদেন সম্পন্ন হয়নি।

১৭। কোম্পানির কর্পোরেট প্রতিবেদন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের দিক নির্দেশানুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারগণকে নিশ্চিত করছে যে,

(ক) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী পরিষ্কারভাবে এর কাজের অবস্থা, ফলাফল ও অর্থ প্রবাহের অবস্থা স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) কোম্পানির হিসাব যথাযথভাবে নথিভূক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলি সংরক্ষিত রয়েছে।

(গ) আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে এবং সে বিবরণীসমূহ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঘ) বাংলাদেশের জন্য গৃহীত আন্তর্জাতিক হিসাব মান (IAS) এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মাণ (IFRS) অনুসরণ করে আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরী করা হয়েছে এবং কোথাও কোন ব্যত্যয় থাকলে তা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঙ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

(চ) কোম্পানির একটি চলমান প্রকল্প হিসেবে চালু রয়েছে।

(ছ) এ প্রতিবেদনে গত বৎসরের পরিচালন ফলাফল থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বিচ্যুতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং তার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(জ) পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের আর্থিক ও পরিচালনার প্রধান তথ্যগুলি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(ঝ) ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের মোট ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সভায় পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	পরিচালকগনের নাম	পদবী	সভা	উপস্থিতি
০১	জনাব মোঃ রিফাত হাসান	আইসিবি মনোনীত চেয়ারম্যান	৫	৫
	জনাব মোঃ কামাল হোসেন গাজী	”	২	২
০২	মোহাঃ আব্দুল হালিম	উদ্যোক্তা পরিচালক	৭	৫
০৩	মোঃ আহসান উল্লাহ্	উদ্যোক্তা পরিচালক	৭	৪
	মোঃ মুকীত হালিম	বিকল্প পরিচালক		
০৪	মোঃ আসাদ উল্লাহ্	পরিচালক	৭	৬
	মোঃ মোস্তাসিন হালিম	বিকল্প পরিচালক		
০৫	মোঃ আমিনুল কাদের খান	আইসিবি মনোনীত পরিচালক	৪	৪
০৬	এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান	আইসিবি মনোনীত পরিচালক	৭	৬
০৭	মোঃ নূরুল হক	স্বতন্ত্র পরিচালক	৭	৭
০৮	খন্দকার নূরুজ্জামান	স্বতন্ত্র পরিচালক	৭	৭

যে সকল পরিচালকগণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি তাদের ছুটি পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে এক মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনায় আইসিবি মনোনীত পরিচালক মোঃ আমিনুল কাদের খান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। তার পরিবর্তে আইসিবি কোন নতুন পরিচালককে মনোনয়ন দেয়নি।

(ঞ) শেয়ার হোল্ডিং এর ধরন নিরীক্ষিত হিসাব বিবরনীর ৮নং টিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

i) কোম্পানির কোন সহযোগী প্রতিষ্ঠান নেই।

ii) পরিচালকগণ কর্তৃক ধারনকৃত শেয়ারের অবস্থান ৩০.০৬.২০২০ তারিখে নিম্নরূপ ছিল।

পরিচালকগণের নাম	পদবী	শেয়ার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জনাব মোহাঃ আব্দুল হালিম	উদ্যোক্তা পরিচালক	১১০৪৪২	২.০৭
জনাব মোঃ আহসান উল্লাহ্	উদ্যোক্তা পরিচালক	২২৮২৯৮	৪.২৭
জনাব মোঃ আসাদ উল্লাহ্	পরিচালক	২৫৭৭৯০	৪.৮২
আইসিবি ও আইসিবি ইউনিট ফান্ড	পরিচালক	১২১২৬৬৬	২২.৬৮
জনাব মোঃ রিফাত হাসান	আইসিবি ও আইসিবি ইউনিট ফান্ড মনোনীত পরিচালক	০	০
জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান		০	০
জনাব খন্দকার নূরুজ্জামান	স্বতন্ত্র পরিচালক	০	০
জনাব মোঃ নূরুল হক	স্বতন্ত্র পরিচালক	০	০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা এবং তাদের স্ত্রীর শেয়ার মালিকানার অবস্থান ৩০.০৬.২০২০ তারিখে নিম্নরূপ ছিল।

ক্রমিক নং	নাম	শেয়ারের সংখ্যা	স্ত্রীর নাম	শেয়ারের সংখ্যা
০১	মোঃ নুরুল আবছার ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০	মিসেস নাজনীন আক্তার	০
০২	এএইচএম জাকারিয়া কোম্পানি সচিব	০	সাবরিনা নাইস	০
০৩	মোঃ রাশিদুল হাসান ব্যবস্থাপক (ফাইনান্স এন্ড একাউন্টস), সিএফও (সি.সি)	০	আয়েশা সিদ্দিকা	০
০৪	পাভেল আহমেদ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা	০	প্রযোজ্য নয়	০

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ২৩৫তম সভায় চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল আবছার কে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পূর্ণ দায়িত্ব, সহঃকোম্পানি সচিব এএইচএম জাকারিয় কে কোম্পানি সচিব হিসেবে পদোন্নতি ও মোঃ রাশিদুল হাসান, ব্যবস্থাপক (ফাইনান্স এন্ড একাউন্টস) কে প্রধান আর্থিক কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব এবং হিসাব কর্মকর্তা পাভেল আহমেদ কে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

iii) পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা ব্যতীত শীর্ষ ৫ (পাঁচ) জন বেতনভুগী কর্মকর্তার শেয়ার মালিকানার অবস্থান ৩০.০৬.২০২০ তারিখে নিম্নরূপ ছিল।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	শেয়ারের সংখ্যা
০১	শেখ ফরিদ আহমেদ	কারখানা ব্যবস্থাপক	০
০২	মোঃ মকবুল হোসেন	ব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বাণিজ্যিক)	০
০৩	দীদার উদ্দিন আহমেদ	উৎপাদন ব্যবস্থাপক	০
০৪	মোঃ মোস্তফা কামাল	সহঃ কারখানা ব্যবস্থাপক	০
০৫	মোঃ সাইদুর রহমান	ব্যবস্থাপক অপারেশন (বিক্রয়)	০

iv) কেবলমাত্র আইসিবি ইউনিট ফান্ড ১০ শতাংশের বেশী শেয়ার ধারণ করছে।

১৮। পরিচালকবৃন্দের অবসর ও পুনর্নির্বাচন ঃ

i) পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনের ৭ ও ৮নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে।

ii) পরিচালকদের অভিজ্ঞতা তাঁদের জীবন বৃত্তান্তে উল্লেখ রয়েছে।

iii) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ কোম্পানির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ক্রমিক নং	পরিচালকগনের নাম	পদবী	কার্যকাল	কমিটি পদ
০১	মোঃ রিফাত হাসান	পরিচালক	২৮/১০/২০১৯ তারিখ থেকে ২৭/১০/২০২০ পর্যন্ত	
০২	মোহাঃ আব্দুল হালিম	পরিচালক	উদ্যোক্তা	
০৩	মোঃ আহসান উল্লাহ্	পরিচালক	উদ্যোক্তা	
০৪	মোঃ আসাদ উল্লাহ্	পরিচালক	কার্যক্রম শুরুথেকে পর্ষদে আছেন	
০৫	মোঃ আমিনুল কাদের খান	পরিচালক	২৮/০৪/২০১৬ তারিখ থেকে ১৮/১২/২০১৯ পর্যন্ত	সদস্য, NRC
০৬	এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান	পরিচালক	২৭/১০/২০১৬ তারিখে থেকে পর্ষদে আছেন	সদস্য, অডিট কমিটি
০৭	খন্দকার নূরুজ্জামান	স্বতন্ত্র পরিচালক	২৮/০৪/২০১৯ তারিখ থেকে ২য় মেয়াদে পর্ষদে আছেন	চেয়ারপারসন, NRC
০৮	মোঃ নূরুল হক	স্বতন্ত্র পরিচালক	৩১/০৫/২০১৮ তারিখ থেকে পর্ষদে আছেন	চেয়ারপারসন,অডিট কমিটি

উদ্যোক্তা পরিচালক জনাব মোঃ আসাদ উল্লাহ্ এবং আইসিবি মনোনিত পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান কোম্পানির সংঘ বিধির ১২৮ ও ১২৯ ধারা অনুযায়ী পরিচালক পদ থেকে অবসর নিয়েছেন এবং উক্ত বিধির ১৩০ ধারা অনুযায়ী পুনর্নির্বাচনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন, যোগ্যবিধায় তাঁদেরকে পুনর্নিয়োগের সুপারিশ করা হ'ল। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং BSEC/CMRRCD/২০০৬-১৫৮/২০৭/Admin/৮০ তারিখঃ ৩ জুন ২০১৮ এর Condition ১.(২) (ব) মোতাবেক স্বতন্ত্র পরিচালকগণ ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব খন্দকার নূরুজ্জামান ও জনাব মোঃ নূরুল হক কে অবসর ও পুনর্নির্বাচনের আওতায় নেওয়া হয়নি।

১৯। চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন প্রদান ঃ

আইসিবি মনোনিত কোম্পানির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রিফাত হাসান কে অন্যত্রে বদলি করায় এবং তাহার স্থলে অন্য কারও মনোনয়ন প্রদান না করায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ২৩৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইসিবি কর্তৃক মনোনীত পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান কে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হলো।

২০। আইসিবি মনোনীত পরিচালক এর মনোনয়ন ঃ

আজিজ পাইপস্ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) মনোনীত পরিচালক জনাব মোঃ রিফাত হাসান এর পরিবর্তে মিজ্ হাছিনা আক্তারকে মনোনয়ন প্রদানের পত্র গত ০১/১১/২০২০ তারিখে কোম্পানির হস্তগত হয়। মিজ্ হাছিনা আক্তারকে পরিচালক নিয়োগের বিষয়ে তাহার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির জন্য আইসিবিকে পত্র প্রদান করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় তাহার মনোনয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

২১। চলতি দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান প্রসঙ্গেঃ

পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পর্ষদের ২৩৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোম্পানির চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল আবছার কে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, যা সদয় অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হলো।

২২। সহকারী কোম্পানী সচিবকে কোম্পানি সচিব পদে পদোন্নতিঃ

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ২৩৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী কোম্পানী সচিব এএইচএম জাকারিয় কে কোম্পানি সচিব হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি সহকারী মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২৩। প্রধান আর্থিক কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব প্রদানঃ

মোঃ রাশিদুল হাসান ব্যবস্থাপক (ফাইনান্স এন্ড একাউন্টস) কে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ২৩৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধান আর্থিক কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২৪। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তাঃ

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ২৩৫তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হিসাব কর্মকর্তা পাভেল আহমেদ কে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২৫। চলমান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ঃ

পরিচালনা পর্ষদ প্রত্যাশা করে যদি কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার ও অবকাঠামোগত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তবে অত্র কোম্পানি ভবিষ্যতেও তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এ জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে একটি চলমান ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে বিবরণী প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২৬। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি বিদ্যমান রয়েছে কমিটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে এবং এক্ষেত্রে একজন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন।

২৭। আলোচ্য সময়ে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে উল্লেখিত মতামতের উপর আমাদের ব্যাখ্যা ঃ

- Workers Profit Participation fund:

  বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এর নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানির Workers Profit Participation Fund পরিচালিত হচ্ছেনা। তাছাড়া যতটুকু fund এর Provision করা হয়েছে এর উপর কোন সুদ Provision করা হয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের মতামত হলো কোম্পানি ২০০১ সালের পরবর্তী ২০০৯/২০১০ ছাড়া ২০১৭ সাল পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। ২০১৭ ও ২০১৮ হিসাব বছরে কোম্পানি অল্প কিছু পরিমান মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে বর্ণিত ৬,১২,৮৭৮/- টাকা WPPF এর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এই তহবিলের জন্য কোন Interest Provision করা হয়নি। পরবর্তীতে এক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম পরিপালন করে Interest Provision করা হবে।

- Inventories not possible reconcile with the register:

  কোম্পানি যথাযথভাবে Inventory রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং বিভিন্ন রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে Inventories গুলো সংরক্ষিত হয়। কিন্তু দেশব্যাপি কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাবের কারণে ৩০শে জুন হিসাব বছর শেষে নিরীক্ষক দ্বারা Inventories গুলো গণনা করা সম্ভব হয়নি। নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিরীক্ষক দল যখন আমাদের কারখানা পরিদর্শনে যান তখন নিরীক্ষক কর্তৃক সরেজমিনে Inventories পর্যবেক্ষন করা সম্ভব হতো কিন্তু কারখানায় সংরক্ষিত Inventories রেজিষ্ট্রারগুলো যশোর ভ্যাট ও কাষ্টমস অফিস কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য তাদের নিকট অর্থাৎ ভ্যাট অফিস যশোরে থাকার কারণে Inventories গুলোর রেজিষ্ট্রার রক্ষণাবেক্ষণ অনুযায়ী নিরীক্ষক দল কর্তৃক গণনা করা সম্ভব হয়নি।

- Significant doubt about Going Concern Concept:

  ৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪৫,৩৫,৬৩,৯৯৩/- টাকা কোম্পানির পুঞ্জিভূত ক্ষতি ও ইক্যুইটি ৭৫,০৪২,৯১৭/- টাকা Negative হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোম্পানির নীট আয় অর্জিত হওয়ায় আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে Going Concern হিসাবে বিবেচনায় রেখে পুঞ্জিভূত ক্ষতি প্রদর্শন করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। তাছাড়া কোম্পানি ইতিমধ্যে সাউথইষ্ট ব্যাংক লিঃ ও ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এর ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে অন্যান্য ব্যাংকের অবশিষ্ট যে দায় রয়েছে আশা করা যায় ব্যাংকগুলোর সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়ে বিকল্প উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে একসময় দায় পরিশোধে সক্ষমতা অর্জন করা যাবে। এইসব বিবেচনায় Going Concern Concept ঠিক রেখে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

- Differs of Purchase :

কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল ১০০% আমদানী নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানির যেহেতু ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করে L/C খুলে কাঁচামাল আমদানীর সুযোগ নেই ফলে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয় সরবরাহকারী থেকে কাঁচামালের মূল্য নির্দিষ্ট করার পরে সরবরাহকারীকে ATV Rebate পাওয়ার জন্য মূল্য ঘোষণা দিতে হয়। সরবরাহকারীর সাথে কাঁচামালের মূল্য নির্দিষ্ট (Fixed-up) হবার পরও ATV Rebate নেওয়ার জন্য সরবরাহকারীর cost price এর সাথে মূল্য সংযোজনের পর সরবরাহকারীর ঘোষণা মূল্য আমাদের মাসিক রিটার্নে জমা দিতে হয় যেখানে সরবরাহকারী বিক্রয় মূল্য (আজিজ পাইপস্ লিঃ এর ক্রয়মূল্য) প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশী হবার প্রেক্ষিতে আজিজ পাইপের মাসিক দাখিলায় Purchase মূল্য বৃদ্ধি পায়, এই কারণে হিসাবে রক্ষিত ক্রয়মূল্যের সাথে মাসিক দাখিলায় (Monthly Return) ক্রয়মূল্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। হিসেবে রক্ষিত ক্রয় মূল্যেই সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে কোন আর্থিক অবস্থার তারতম্য হয় না।

২৮। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ঃ

কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও সার্বিক মান ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি, তথ্য প্রযুক্তিগত ও আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে পেশাগত জ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত জনবল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সার্বিক মান নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে গুনগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে এবং গ্রাহক সেবা সমুন্নত রাখতে কোম্পানি আন্তরিক।

২৯। প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও)/পুনঃগণপ্রস্তাব (আরপিও)/রাইটস অফার (আরও) ঃ

কোম্পানিতে আলোচ্য সময়ে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব, পুনঃগণপ্রস্তাব ও রাইটস অফার সংক্রান্ত কার্যাদি সংগঠিত হয়নি।

৩০। পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু হইতে প্রাপ্ত তহবিলের ব্যবহারঃ

এ বছর কোন পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু করা হয়নি।

৩১। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মধ্যে পরিবর্তন ঃ

আলোচ্য সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে বার্ষিক প্রতিবেদনে চলতি বছর বিক্রয় হ্রাস পাওয়ার কারণে নীট মুনাফার পরিমান হ্রাস পেয়েছে, তাছাড়া বিক্রয়লব্ধ টাকা আদায়ের পরিমান হ্রাস হওয়াতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় NOCFPS হ্রাস পেয়েছে।

৩২। প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ঃ

আজিজ পাইপস্ লিঃ সর্বদাই সকল প্রকার আইন ও নীতিমালা এবং কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড পরিপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন চলমান রাখার নিমিত্তে কোম্পানি বিএসইসি, ডিএসই, সিএসই ও অন্যান্য সরকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ও আইনকানুন কঠোরভাবে পালন করে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নোটিফিকেশন মোতাবেক কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোড পরিপালন সম্পর্কিত বিষয়ে ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩৩। বহিঃনিরীক্ষক নিয়োগ ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশ নং-SEC/CMRRCD/২০০৯-১৯৩/১৭৪/Admin/ /৬১ তারিখ ০৮ জুলাই ২০১৫ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিরীক্ষক প্যানেল থেকে নিরীক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান নিরীক্ষক মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে বার্ষিক সাধারন সভা কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিল। সে মোতাবেক ৩৯তম বার্ষিক সাধারন সভায় অবসর গ্রহণ করবে। মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক হিসাবে পুনঃনিয়োগের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং পারিশ্রমিক ২,৫০,০০০/- টাকায় উন্নিত করার জন্য আবেদন করেছে। বিধি মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পুনরায় নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদানে আইনগত বাধা নেই। গত বৎসরে তাদের পারিশ্রমিক ছিল ১,২৫,০০০/- টাকা। নিরীক্ষা কমিটি এবং ICAB এ কর্তৃক ধার্য্যকৃত সর্বনিম্ন নির্ধারিত ফি ইত্যাদি বিবেচনা করে বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম ভালো না হওয়ায় পূর্বের পরিশ্রমিকে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদ উল্লেখিত আবেদন পর্যালোচনা করে নিরীক্ষা ফি বৃদ্ধি করে বার্ষিক ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কে ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরের জন্য পুনরায় নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সুপারিশ উপস্থাপন করছে।

৩৪। CGC পরিপালন বিষয়ে নিরীক্ষক নিয়োগঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং-BSEC/CMRRCD/২০০৬-১৫৮/২০৭/Admin/৮০ তারিখ জুন ৩, ২০১৮ অনুযায়ী Corporate Governance Code সমূহ কোম্পানি পরিপালন করছে কিনা উক্ত বিষয়ে নিরীক্ষক বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়োগ করতে হবে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের CGC পরিপালন সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নলিখিত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করেছে। নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ১টি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দানের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম
১	মেসার্স এস.আর ইসলাম এন্ড কোং, চ্যার্টার্ড একাউনটেন্টস
২	মেসার্স এফএএমইএস এন্ড আর, চ্যার্টার্ড একাউনটেন্টস
৩	মেসার্স চৌধুরী হোসেন রশিদ এন্ড কোং, চ্যার্টার্ড একাউনটেন্টস

৩৫। **নিরীক্ষা কমিটি ঃ** নিরীক্ষা কমিটি তিনজন পরিচালক নিয়ে গঠিত। স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল হক কমিটির চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করছেন। নিরীক্ষা কমিটির উদ্দ্যেশ্য হচ্ছে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ও সূচারুরূপে পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং পরিচালনা পর্ষদকে তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করা। তাছাড়াও বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও ত্রৈমাসিক (Quarterly) হিসাব বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করে মতামতসহ পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপনের সুপারিশ করা। নিরিক্ষা কমিটির প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদনের ১৬ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে।

৩৬। **নমিনেশন অ্যান্ড রিমিউনারেশন কমিটি** (NRC) ঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং BSEC/CMRRCD/২০০৬-১৫৮/২০৭/Admin/৮০ তারিখঃ ৩ জুন ২০১৮ এর Condition No. ৬ মোতাবেক কোম্পানির বোর্ডে সাব কমিটি হিসেবে Nomination and Remuneration Committee (NRC) দায়িত্ব পালন করছে। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও চলতি বছর ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাবে নেতিবাচক হওয়ার কারণে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান না করার সুপারিশ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নমিনেশন অ্যান্ড রিমিউনারেশন কমিটির প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদনের ১৭ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে।

৩৭। **জাতীয় কোষাগারে অবদান ঃ** কোম্পানি আলোচ্য সময়ে জাতীয় কোষাগারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪.০০ কোটি টাকা কর/ভ্যাট/শুল্ক প্রদান করেছে।

৩৮। **আর্থিক বিবৃতির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) আর্থিক প্রতিবেদনের দায়বদ্ধতা ঃ**

আর্থিক বিবৃতি পরিক্ষা করা এবং সনদ প্রদান করা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তার (সিএফও) দায়িত্ব। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সি.সি) অক্টোবর ২৮, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় সনদ উপস্থাপন করেন, যা বার্ষিক প্রতিবেদনের ১৮নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩৯। **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ** আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ঝুঁকি রয়েছে। ব্যাংক দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে কোম্পানির ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের রায় ব্যাংকের পক্ষে থাকার পর কোম্পানি আপত্তি জানিয়েছে যা বর্তমানে বিচারাধীন। এছাড়া ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিঃ এর ক্ষেত্রেও ঝুঁকি রয়েছে যা মোকাবেলা করতে হবে। তাছাড়া চলতি মূলধনের অভাব, প্রতিযোগী কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা, আইনী বিষয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কোম্পানি প্রস্তুত রয়েছে। আজিজ পাইপস্ লিমিটেড ঝুঁকিসমূহ মোকবেলায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে। কোম্পানি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঝুঁকিসমূহ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়।

৪০। **পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঃ** পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পৃথক পৃথক ব্যক্তি নিয়োজিত রয়েছেন।

৪১। **কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা ঃ** কোম্পানি সচিব, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা পদসমূহে পৃথক পৃথক কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন।

৪২। **সামাজিক দায়বদ্ধতা ঃ** প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ফরিদপুরে কারখানা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৫০ হাজার বৃক্ষরোপন ও বিতরণ করেছে, যা চলমান রয়েছে এবং ফরিদপুরে মসজিদ উন্নয়নে সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

৪৩। **পরিচালকদের সম্মানি ঃ** কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয়কে মাসিক ১০,০০০/- টাকা সম্মানি প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বতন্ত্র পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগন কেবলমাত্র পর্ষদ সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানি পেয়ে থাকেন, তাদেরকে আর কোন সম্মানি প্রদান করা হয় না।

৪৪। **কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট ঃ** বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৩ জুন ২০১৮ তারিখের Corporate Governance Code অনুযায়ী "কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট" বার্ষিক প্রতিবেদনের ১৯নং পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হয়েছে।

৪৫। **কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ** পরিশেষে, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, ক্রেতাবর্গ, ডিলারগণ, সরবরাহকারী, কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সীকে আজিজ পাইপস্ লিঃ কে সকল প্রকার সহযোগিতা করার জন্য কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। আশা করা যাচ্ছে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় আগামীতে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাবে আর্থিক ক্ষতিসহ নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে কোম্পানির প্রবৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পারবে। আল্লাহ্পাক আমাদের সহায় হোন।

ধন্যবাদান্তে,
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

(এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান)
চেয়ারম্যান